



আমার সন্তান

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর



কবি পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭১২ সালে হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরশুট পরগনার জমিদার ছিলেন, কিন্তু বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বাস্তুচ্যুত হয়ে সপরিবারে ভারতচন্দ্রের মামাবাড়িতে চলে আসেন। সেখানে থেকেই ভারতচন্দ্র মাত্র কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জীবনের বহু উত্থান-পতনের পর ভারতচন্দ্র নদীয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সভাকবি হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’ রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব পান। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে নতুন এক বাগভঙ্গি এবং তাতে শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে তুলনা করেছেন ‘রাজকণ্ঠের মণিমালা’র সঙ্গে। তিনি ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সত্যপীরের পাঁচালী, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, চণ্ডীনাটক।

ভূমিকা

‘আমার সন্তান’ কবিতাটি আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত ‘মানসিংহ-ভবানন্দ’ উপাখ্যানে’র ‘অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা’ কবিতার সম্পাদিত অংশ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের অংশবিশেষ। বাঙালি মায়ের নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে সন্তানের কল্যাণ কামনার চিরন্তন মানসিকতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে মধ্যযুগের শেষ পর্বের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা, সংস্কার, পৌরাণিক চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে এই কবিতার মাধ্যমে। দেবীকর্তৃক ভক্তকুলের মনোবাঞ্ছনা পূরণের ধরন এবং রূপকের মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশীর্বাদের বিষয়টি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই কবিতায়।



উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- পুরনো বাংলা কবিতার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেবী অন্নপূর্ণা আর ঈশ্বরী পাটুনার কাহিনি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’ –উক্তিটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে ।
 পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
 সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী ।
 তুরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শূনি ॥
 ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী ।
 একা দেখি কুলবধু কে বট আপনি ॥
 পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
 ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
 ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
 বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
 বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
 জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥

... ..

পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন ।
 সেঁউতী উপরে রাখ ও রাজা চরণ ॥
 পাটুনের বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে ।
 রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥

... ..

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে ।
 সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
 সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনের ভয় ।
 এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
 তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিল ।
 পূর্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
 সেঁউতী লইয়া বক্ষে চলিলা পাটুনী ।
 পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিয়া আপনি ॥
 সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল ।
 দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
 হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ ।
 কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টপদ ॥
 ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয় ।
 দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
 তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর ।
 তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
 যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয় ।
 সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
 ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
 কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে ।
 চৈত্র মাসে মোর পূজা শুরু অষ্টমীতে ॥



কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে ।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব ।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান ।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্নপূর্ণা- অন্নদাত্রী; দেবী দুর্গা। অষ্টাপদ- সোনা; স্বর্ণ। উত্তরীলা- উপস্থিত হলেন। কন্দল- ঝগড়া। কহিছে- বলেছে। কাশী- তীর্থস্থান; পুণ্যস্থান। কুলবধু- গৃহবধু। খেয়া- নৌকা। গজগমনে- হস্তীর ন্যায় ধীর ও গুরুগম্ভীর চলন। গাঙ্গিনীর- নদীর। ছল- ছলনা। তথাস্তু- ঠিক আছে। তুরায়- তাড়াতাড়ি; দ্রুত। থুয়েছিলা- রেখেছিলে। দুধে ভাতে- কোনো অভাবে না থাকা। নিবাস- বাসস্থান; আবাস। পাটুনী- খেয়াঘাটের মাঝি। ফেরফার- ছলাকলা; ঘোরপ্যাচ। বট- বল। বরদান- আশীর্বাদ। বামাস্বর- স্ত্রীকণ্ঠ; মেয়েদের কণ্ঠস্বর। মাগ- প্রার্থনা করা। শুক্ক অষ্টমী- তিথির নাম; শুক্ল পক্ষের অষ্টম রাত। সঁউতী- নৌকার পানি সেচবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। হের- দেখ। হৈলা- হলো।



সারসংক্ষেপ :

অন্নপূর্ণা অর্থাৎ দেবী দুর্গা গৃহবধুর বেশে খেয়া পার হতে এসেছেন। তাঁর পায়ের স্পর্শে নৌকার সঁউতি সোনা হয়ে যায়। তখন খেয়া পারাপারকারী ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে, ইনি দেবী। পরে দেবী নিজেই নিজের পরিচয় দেন। পাটুনিকে বর চাইতে বলেন। পাটুনী নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য বর চায়। দেবী আশা পূরণ করে বলেন : তোমার সন্তান দুধে-ভাতে থাকবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সত্যপীরের পাঁচালী’র লেখক কে?
ক. নবীনচন্দ্র রায়
খ. হেমচন্দ্র রায়
গ. ভারতচন্দ্র রায়
ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র রায়
২. ‘ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী’ এখানে ‘ঈশ্বরী’ বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে-
ক. ঈশ্বরী দেবী
খ. ঈশ্বরী রায়
গ. ঈশ্বরী পাটুনী
ঘ. ঈশ্বরী সাহা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আলী অটোরিক্সা চালাতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়া যাত্রীদের মুখোমুখি হয়। এভাবে সে একদিন একজন মহিলাকে রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পরিচয় জানতে চায়। মহিলা আলীকে নিজের সব পরিচয় জানালেও স্বামীর নামটি বলেনি।

৩. উদ্দীপকের মহিলার সঙ্গে ‘আমার সন্তান’ কবিতার কার মিল রয়েছে ?
ক. অন্নপূর্ণা
খ. ঈশ্বরী পাটুনী
গ. মানসিংহ
ঘ. ভবানন্দ
৪. উদ্দীপক ও ‘আমার সন্তান’ কবিতায় স্বামীর নাম মুখে নিতে না চাওয়া হয়নি যে কারণে-
ক. স্বামী বেকার
খ. স্বামী সন্ত্রাসী
গ. সংস্কার
ঘ. লোকলজ্জা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?

ক. কৃষ্ণচন্দ্র রায় খ. গৌরচন্দ্র রায় গ. মানিকচন্দ্র রায় ঘ. যশোধচন্দ্র রায়

৬. ‘আমার সন্তান’ কবিতায় ‘দুধেভাতে’ থাকা হচ্ছে—

i. সবসময় দুধ-ভাত খাওয়া ii. ঐশ্বর্যশালী হতে চাওয়া iii. প্রশান্তিতে জীবনযাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i গ. ii ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার মায়ের চোখ মমতায় পূর্ণ হয়ে আছে
বিশাল নীরব মেঘমুক্ত সাদা আকাশের মতো!

৭. উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘আমার সন্তান’ কবিতায় যার সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. অন্নপূর্ণা খ. হরিহোড় গ. পাটুনী ঘ. ভবানন্দ

৮. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আমার সন্তান’ কবিতার সাদৃশ্যের ক্ষেত্র হলো—

i. মানবতাবোধ ii. ঈশ্বরভক্তি iii. সন্তানবাৎসল্য
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর। হুমায়ুন ছিলেন তাঁর পরম আদরের সন্তান। একবার হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অনেক সাধ্য-সাধনার পরও তার রোগের কোনো উপশম হচ্ছিল না। বরং দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। অগত্যা বাবর জনৈক দরবেশের পরামর্শে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হন। প্রভুর নিকট তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান। মহান প্রভু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। অতঃপর একসময় সম্রাট বাবর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আর হুমায়ুন অনারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করে জীবন ফিরে পান।

ক. বামাস্বর কী?

খ. ‘এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়’ –কথাটি কেন বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের বাবরের সঙ্গে ‘আমার সন্তান’ কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আমার সন্তান’ কবিতার মূলসুর একই।” – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. বামাস্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে নারীকণ্ঠ অর্থাৎ মেয়েদের কণ্ঠস্বর।

খ. ঈশ্বরী পাটুনির খেয়া নৌকায় নদী পার হতে আসা বধূটির পায়ের স্পর্শে সঁউতি সোনা হয়ে গেলে তার মনে হয় যে এ মেয়েটি সাধারণ ঘরের কেউ নয়, এ কোনো দেবতা হবে।

‘আমার সন্তান’ কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণা ঘরের বউয়ের ছদ্মবেশে নদী পার হতে আসে। খেয়া নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী তার পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু দেবী বাঙালি নারী স্বামীর নাম মুখে নেয় না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে ঈশ্বরী পাটুনির অনুরোধে দেবী নৌকার সঁউতিতে পা রাখেন। তার রাঙা চরণের ছোঁয়ায় সঁউতি তখন সোনা হয়ে যায়। দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে পাটুনী অনুমান করে যে, এ মেয়েটি সাধারণ কেউ নয়, নিশ্চয়ই কোনো দেবী হবেন।

গ. উদ্দীপকের বাদশাহ বাবরের সঙ্গে ‘আমার সন্তান’ কবিতার ঈশ্বরী পাটুনির সাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের জীবন। সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে মানুষ নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারে। সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা সম্রাট বাবর ও নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীকে সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দুজনেরই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে নিজেদের প্রিয়সন্তান। এদের মধ্যে একজন নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আর অন্যজন সন্তানের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।



উদ্দীপকে বাদশাহ বাবর যখন গুনলেন তাঁর কোনো প্রিয় বস্তুকে নিঃশঙ্ক চিন্তে উৎসর্গ করলে প্রিয় সন্তানের প্রাণ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তিনি সন্তানের জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে বাদশাহ বাবর বাৎসল্যপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে ‘আমার সন্তান’ কবিতায় দেখা যায় নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী দেবী অনুপূর্ণার কাছে নিজের জন্য কোনো বর না চেয়ে সন্তানের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় ঈশ্বরী পাটুনীর সন্তানের জন্য তীব্র ভালোবাসা প্রকাশের সঙ্গে বাদশাহ বাবরের সন্তান বাৎসল্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুই ‘আমার সন্তান’ কবিতার মূল আলোচ্য।

মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আবার পিতা-মাতার নিকট নিজের সন্তানের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান। সন্তানের সুখের জন্য মানুষ নিজের জীবনের আনন্দ-সুখ ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। ‘আমার সন্তান’ কবিতার মূলভাব হচ্ছে সন্তানের জন্য একজন দরদী জননীর অপরিমেয় ভালোবাসা। উদ্দীপকের মধ্যেও একজন ভারত সশ্রী অর্থাৎ একজন বাবাকেও সন্তানের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করতে দেখি।

কবি ভারতচন্দ্র রচিত ‘আমার সন্তান’ কবিতায় দেবী অনুপূর্ণা গৃহবধূর ছদ্মবেশ ধারণ করে নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় ওঠেন। অনুপূর্ণার পাদস্পর্শে নৌকার সঁউতি সোনা হয়ে গেলে ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে তার নৌকার যাত্রী কোনো সাধারণ মহিলা নন। অবশ্য দেবী শেষ পর্যন্ত পাটুনীর নিকট নিজের পরিচয় দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে দেবী পাটুনীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। পাটুনী দেবীর নিকট খুব বেশি কিছু চায়নি। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য অনেক ধনসম্পদ চাইতে পারত। কিন্তু সে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য ‘দুধ-ভাত’ অর্থাৎ সচ্ছল জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা চেয়েছে। মোটকথা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী। উদ্দীপকেও আমরা একই চেনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি। এখানে বাদশাহ বাবরের পুত্র হুমায়ুন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসাই তাকে ভালো করতে পারছে না। অবশেষে একজন দরবেশ বাদশাহ বাবরকে পরামর্শ দিলেন বাবর যেন তার সন্তানের জন্য কোনো প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করেন।

‘আমার সন্তান’ কবিতায় পিতা সন্তানের প্রশান্তিময় জীবন কামনা করেছেন। আর উদ্দীপকে বাবর মহান প্রভুর নিকট আরজ করেন যে তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুনকে যেন ভালো করে দেয়া হয়। কেননা বাবর জানেন মানুষের নিকট তার নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নেই। প্রভুর নিকট নিজের জীবনকে সমর্পণ করলেন বাদশাহ বাবর। অন্তরে আশা তাঁর একমাত্র সন্তান যেন ভালো থাকে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও ‘আমার সন্তান’ কবিতার মূলসুর একই।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নামাযের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেবেলা তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসুল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

ক. ‘বরদান’ কী?

খ. ভারতচন্দ্রের কাব্যের বৈশিষ্ট্য কেমন?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে ‘আমার সন্তান’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘আমার সন্তান’ কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি।” –যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. গ